দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং– ২০৪৭৪/৯২ এন.এফ.এফ. অনুমোদিত

প্রধান কার্যালয় – ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা– ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স– ০৩৩-২৩২৮৩৯৮৯ ই-মেল : dmfwestbengal@gmail.com

ডি.এম.এফ/প্রেসিডেন্ট/৩৫/২০২০ ৮ই ডিসেম্বর, ২০২০

শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী,
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিষয়ঃ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের দীর্ঘদিনের দাবিদাওয়া

মহাশয়া,

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। মৎস্যজীবী সহ পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণের স্বার্থে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প চালু করার জন্য অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের নেতৃত্বে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মৎস্যজীবীরা দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের জীবন-জীবিকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু দাবি মুখ্যমন্ত্রী ও মৎস্যমন্ত্রীর দপ্তরসহ সরকারের বিভিন্ন স্তরে জানিয়ে আসছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন কার্যকরী সুরাহা হয়নি। তাই নিতান্ত বাধ্য হয়ে আমরা দাবিগুলির প্রতি পুনরায় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হচ্ছি।

আমাদের একান্ত অনুরোধ এই যে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এই দাবিগুলি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করুন যাতে বঞ্চিত, অবহেলিত মৎস্যজীবীরা রাস্তায় নামতে বাধ্য না হন।

মাননীয়া মহাশয়া, ক্ষুদ্র এবং চিরাচরিত মৎস্যজীবীরা আমাদের জলাশয়গুলির **সর্ববৃহৎ প্রাথমিক অবিনাশকারী দায়ভাগী এবং স্বাভাবিক রক্ষক।** ভালো জল ছাড়া ভালো মাছ হয় না। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র হচ্ছে এমন এক মৎস্যক্ষেত্র যেখানে মৎস্য আহরণকারী ও সংশ্লিষ্ট কর্মীরা অন্যের শ্রম শোষণকারী ব্যবসায়িক স্বার্থের জন্য নয় বরং প্রধানতঃ নিজেদের জীবিকা অর্জনের জন্য মৎস্যকর্মে সরাসরি অংশ নেয়। জেলে, মাছচাষী, মাছ বিক্রেতা, মাছ বাছাই ও শুকানোয় নিয়োজিত কর্মী এবং আরো বহু ধরণের সহায়ক কর্মী নিয়ে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ এ রাজ্যে মাছের কাজের সাথে যুক্ত। এদের এক বড় অংশ মহিলা । মৎস্যক্ষেত্র তাই **রাজ্যের খাদ্য সুরক্ষা, পৌষ্টিক মান, কর্ম সংস্থান ও পেশাগত লিঙ্গ সাম্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।**

নানা কারণে ক্ষুদ্র এবং চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকা আজ বিপন্ন। জলাশয়গুলিকে ব্যবহারের অধিকার ক্রমশঃ বিলুপ্ত হচ্ছে, প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদের বিশাল ভান্ডার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ছোট ছোট মাছ ব্যবসায়ীদের কারবার সাঙ্ঘাতিক সংকটের সম্মুখীন।

আমরা **জলাশয়গুলির উপর ক্ষুদ্র মৎস্য আহরণকারী ও মৎস্যচাষীদের অধিকার** সমর্থন করি ও তার জন্য লড়াই করি। এর অর্থ **সুস্থায়ীভাবে মাছ ধরার বা মাছ চাষের জন্য** সমুদ্র, নদী, হ্রদ, জলাভূমি, জলাধার ও পুকুরগুলিকে **ব্যবহার করায় ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের অবিচ্ছেদ্য অধিকার।**

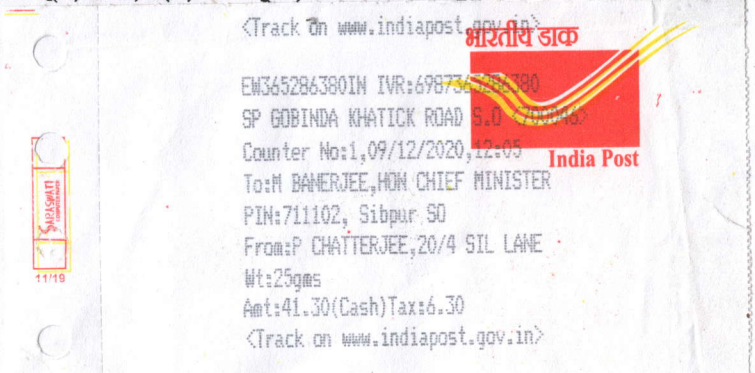

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং– ২০৪৭৪/৯২ এন.এফ.এফ. অনুমোদিত

প্রধান কার্যালয় – ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা– ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স– ০৩৩-২৩২৮৩৯৮৯ ই-মেল : dmfwestbengal@gmail.com

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার জন্য অত্যন্ত জরুরী অধিকার ও ভোগ-দখলের স্বত্বগুলি আপনার বিবেচনার জন্য পেশ করছি –

ক। পেশাগত মর্যাদার স্বীকৃতিঃ

- জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ নির্বিশেষে মৎস্য আহরণকারী, মৎস্যচাষী এবং মৎস্য বিক্রেতা সহ সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রে কর্মরত প্রতিটি মৎস্যকর্মীকে তার পেশাগত মর্যাদা, অধিকার ও ভোগদখল স্বত্বের স্বীকৃতি হিসেবে সরকারি পরিচয়পত্র দিতে হবে। এর ফলে সরকারের কাছেও মৎস্যক্ষেত্র সম্পর্কিত এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকোষ তৈরী হবে।
- সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রে গ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিটি ছোট মাছ ধরার নৌকোর রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এর ফলেও সরকারের কাছেও মৎস্যক্ষেত্র সম্পর্কিত এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকোষ তৈরী হবে।

খ। ভোগদখলের স্বত্বাধিকারঃ

- ***ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যশিকারিদের*** (জেলেদের) সমুদ্র, নদী, খাল, হ্রদ, জলাভূমি, জলাধারের মত সমস্ত জলাশয়গুলিতে এবং এমনকি সংরক্ষিত এলাকার জলাশয়ে মাছ ধরার অধিকার দিতে হবে। **বিশেষ করে সুন্দরবনের সব নদী-খাঁড়িতে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।** সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণে বৃহৎ মৎস্যশিকারিদের তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যশিকারিদের অগ্রাধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। **বিশেষ করে সমুদ্র উপকূলে চিরাচরিত বেহুন্দি জাল ব্যবহারকারীদের জলসীমায় বৃহৎ মাছ ধরা নৌকোর অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে।**
- ***ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের*** মাছ ধরার বা মাছ পালন সম্পর্কিত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি ব্যবহারের অধিকার দিতে হবে। **বিশেষ করে সমুদ্র উপকূলের চিরাচরিত মৎস্য অবতরণক্ষেত্রগুলিতে মৎস্যজীবীদের ব্যবহৃত জমি ব্যবহারের আইনি অধিকার মৎস্যখটিগুলিকে দিতে হবে।জম্বুদ্বীপে মৎস্যজীবীদের মরশুমি মাছ শুকানোর অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।**
- ব্যক্তি মালিকানাধীন বেসরকারি জলাশয়ে লিজ নেওয়া **ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষীদের** ভোগদখলের নিরাপত্তা (উচ্ছেদ থেকে সুরক্ষা) নিশ্চিত করতে হবে।
- লিজের শর্ত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানাধীন জলাশয় লিজ নিয়ে মৎস্যচাষরত **ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষীদের** স্বার্থে লিজের ভাড়া নির্ধারণ ও বৃদ্ধি বিধিবদ্ধ করতে হবে।
- সরকারি জলাশয় বা জলাধার সংলগ্ন অঞ্চলের **ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষীদের** ঐ জলাশয় বা জলাধারে মাছ চাষ করার ক্ষেত্রে অ-মৎস্যজীবী বিনিয়োগকারীদের তুলনায় স্বাভাবিক সমষ্টিগত অগ্রাধিকার থাকতে হবে। জলাশয় বা জলাধার সংলগ্ন অঞ্চলের **ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষীদের ক্ষেত্রে লিজ নয় পাট্টা দিতে হবে** এবং জলাশয় বা জলাধার থেকে বর্তমান মৎস্য উৎপাদনের ভিত্তিতে কর ধার্য্য করতে হবে এবং অন্তত পাঁচ বছর তা বাড়ানো চলবে না।
- সম্মতি এবং পর্যাপ্ত পুনর্বাসন ছাড়া কোন অনুমোদিত বা অ-অনুমোদিত বাজার থেকে উৎখাত করার বিরুদ্ধে **ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের** সুরক্ষার অধিকার থাকতে হবে।
- কোন বাজার বা এলাকায় মাছ বিক্রি করেন এমন **ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের** সেই বাজার বা এলাকায় মাছ বাজার পুনর্নির্মাণ বা নির্মাণ হলে সেখানে পর্যাপ্ত স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা করতে হবে।

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং- ২০৪৭৪/৯২ এন.এফ.এফ. অনুমোদিত

প্রধান কার্যালয় - ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা- ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স- ০৩৩-২৩২৮৩৯৮৯ ই-মেল : dmfwestbengal@gmail.com

গ। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও অধিকারঃ

- ***ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের*** সমুদ্র, নদী, খাল, হ্রদ, জলাভূমি, জলাধার, পুকুর ইত্যাদি সহ সব ধরণের জলাশয়ে জল এবং মাছ সুরক্ষার অধিকার দিতে হবে।
- ***ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের*** প্রাপ্য জল সম্পদের ব্যবহার সহ সমুদ্র, নদী, জলাভূমি, জলাধার, অন্যান্য জলাশয় এবং জলবিভাজিকার (জল সংগ্রহ ও নিষ্কাশন) ব্যবস্থাপনায় অংশ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দিতে হবে।
- ***ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের*** ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার বা পালন, দূষণ এবং দখলদারি সহ মৎস্যক্ষেত্রের ক্ষতি করে এরকম সবধরণের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও বন্ধ করার অধিকার দিতে হবে। **বিশেষ করে রাজ্যের মৎস্যবন্দরগুলিতে ধ্বংসাত্মক মৎস্যশিকারে ব্যবহৃত ট্রলার নিষিদ্ধ করতে হবে, মাছ ধরায় মশারি জাল ও বিষের ব্যবহার বন্ধ সুনিশ্চিত করতে হবে। অবিলম্বে নিবিড় চিংড়ি চাষ বন্ধ করতে হবে এবং চিংড়ি ফার্মের ভূগর্ভস্থ জল তোলা ও দূষিত জল নদী সমুদ্রে ফেলা বন্ধ করতে হবে।**
- ***ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের*** মাছের নিলাম, পাইকারি ও খুচরো বাজারের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের অধিকার থাকতে হবে।
- ***ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের*** মাছের আড়ত বা সংগ্রহস্থল থেকে মাছ সংগ্রহ ও পরিবহণের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের অধিকার।

ঘ। আর্থিক সশক্তিকরণ ও সংস্থানের অধিকারঃ

- ক্ষুদ্র মৎস্য শিকারি, মৎস্য চাষী এবং মৎস্য ভেন্ডরদের সমবায়, মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ইত্যাদি আর্থিক সশক্তিকরণের সংগঠন গঠন করতে ও চালাতে উৎসাহ ও উৎসাহদায়ক সাহায্য দিতে হবে। এইসব সংগঠন তৈরী করার ও চালাবার শর্তাবলী সহজ, স্বচ্ছ ও রাজনৈতিক পক্ষপাত মুক্ত করতে হবে। **বিশেষ করে ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠনের অধিকার দিতে হবে।**
- ক্ষুদ্র মৎস্য শিকারি, মৎস্য চাষী এবং মৎস্য ভেন্ডরদের সুদখোর মহাজন ও মাইক্রোফিনান্স কোম্পানিগুলির শোষন থেকে রক্ষা করতে হবে এবং ব্যাংক পরিষেবা ও ব্যাংক ঋণ সহ সরকারি অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার থাকতে হবে।
  - ক্ষুদ্র মৎস্য শিকারি, মৎস্য চাষী, মৎস্য ভেন্ডর ও অন্যান্য সহায়ক স্বনিযুক্ত মৎস্যকর্মীদেরদের কিষান ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা দিতে হবে এবং এর জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিতে হবে।
  - প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার সুবিধা যাতে ক্ষুদ্র মৎস্যকর্মীরা পেতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঙ। তথ্য জানার, উন্নত মানের মাল-মশলার জোগান ও প্রযুক্তি লাভের অধিকারঃ

- মৎস্যক্ষেত্রে পরম্পরাগত জ্ঞান ও দক্ষতার যথাযথ ব্যবহার সহ তথ্যায়নে উপযুক্ত গুরুত্ব ও মান্যতা দিতে হবে।
- ক্ষুদ্র মৎস্য শিকারি, মৎস্য চাষী এবং মৎস্য ভেন্ডরদের নৌকা ও জাল তৈরী, শীতল শৃংখল রক্ষা, আবহাওয়া, জোয়ার-ভাঁটা, জলাধার থেকে জল ছাড়া, মাছ চাষের পুকুর তৈরীর উন্নত কৌশল, মাছের প্রজনন ও বীজপোনা, মাছ চাষের প্রথাপ্রকরণ, মাছের উন্নত খাবার এবং বাজার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, তথ্য এবং প্রশিক্ষণগত সহায়তা দিতে হবে।
- ক্ষুদ্র মৎস্য শিকারি, মৎস্য চাষী এবং মৎস্য ভেন্ডরদের কাঁকড়া বড় করা, প্রাকৃতিক মাছের পালন এবং মাছের আচার, পাপড় তৈরী ইত্যাদি মূল্যবর্দ্ধক উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত করা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, তথ্য এবং প্রশিক্ষণগত সহায়তা দিতে হবে।
- ক্ষুদ্র মৎস্যচাষীদের রঙিন মাছ উৎপাদন ও পালনের মতো লাভজনক ভিন্নধর্মী উদ্যোগে সামিল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, তথ্য, প্রশিক্ষণ, সংস্থান ও বাজারের ব্যবস্থা করতে হবে।

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং– ২০৪৭৪/৯২ এন.এফ.এফ. অনুমোদিত

প্রধান কার্যালয় – ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা– ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স– ০৩৩-২৩২৮৩৯৮৯ ই-মেল : dmfwestbengal@gmail.com

- মৎস্যকর্মীদের জন্য সরকারী সহায়তা প্রকল্পগুলি সম্পর্কে **সাধারণের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হবে** এবং উপভোক্তা নির্বাচন ও সহায়তা বিতরণে **রাজনৈতিক পক্ষপাত মুক্ত পদ্ধতিগত নিয়মানুবর্তীতা ও স্বচ্ছতা** সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখতে হবে।

চ। পরিকাঠামোর অধিকারঃ

ক্ষুদ্র মৎস্য শিকারিদের (জেলেদের) নিম্নলিখিত পরিকাঠামোগত সহায়তা লাভের অধিকার থাকতে হবে –

- মাছ ধরার উন্নত নৌকা ও জাল সরবরাহ এবং নৌকা ও জাল তৈরীর ব্যবস্থা।
- ধরা মাছ নৌকা থেকে নামাবার জন্য মৎস্য জেটি ও বাঁধানো ঘাট।
- মাছ শুকানোর চাতাল এবং খারাপ আবহোয়া নিরোধক ব্যবস্থা।
- সমুদ্র বা নদীর ধারে মাছ নামানোর জায়গায় আলো, পানীয় জল, বিশ্রামগৃহ এবং শৌচাগার।
- কোল্ড স্টোরেজ, মাছ শুকানোর ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা, বরফ কল।

ক্ষুদ্র মৎস্যচাষীদের নিম্নলিখিত পরিকাঠামোগত সহায়তা দিতে হবে –

- নৌকা, জাল এবং মাছ চাষের অন্যান্য হাতিয়ার।
- মাছ সংগ্রহ ও একত্রিত করার, নিলাম করার এবং বাজারের পরিকাঠামো।
- মাছ প্রজনন কেন্দ্র, উন্নতমানের বীজপোনা ও মাছের খাবার, মাছের রোগ চিকিৎসা ইত্যাদির সুযোগ।

ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের নিম্নলিখিত পরিকাঠামোগত সহায়তা দিতে হবে –

- মাছের আড়ত ও খুচরো বাজারে যাতায়াতের জন্য উপযুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থা (ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত বা সাধারণ)।
- মাছ সংরক্ষণের জন্য ঠান্ডা বাক্স।
- মাছের আড়ত ও খুচরো বাজারে পানীয় জল, বিশ্রামের জায়গা ও শৌচাগারের মতো প্রাথমিক সুবিধা।
- বাজারে যাতায়াতের উপযুক্ত রাস্তা, মাছ বিক্রির উঁচু চাতাল, সাফাই ব্যবস্থা, মাছ সংরক্ষণ ও বিক্রি করার যথেষ্ট জায়গা।

ছ। সামাজিক সুরক্ষা ও জীবিকার সহায়তাঃ

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যকর্মীদের নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি সহ সর্বার্থসাধক সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে –

- সমস্ত মৎস্যকর্মীদের জন্য আবাসন;
- খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা;
- দুর্ঘটনা ও জীবন বিমা। **বিশেষ করে মৎস্যজীবীদের গ্রুপ এক্সিডেন্ট ইনসিওরেন্স স্কিম বহাল রাখা** (স্কিমটি বর্তমানে রাজ্যে বন্ধ হয়ে আছে বলে অসমর্থিত খবর)।
- সব মৎস্যজীবীর জন্য বার্ধক্য ও অক্ষমতা ভাতা। বিশেষ করে সুন্দরবনের বাঘের আক্রমণে নিহত মৎস্যজীবীদের বিধবা ও সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে মৃত মৎস্যজীবীদের বিধবাদের জন্য বর্দ্ধিত হারে জীবিকা ভাতা।
- নৌকা ও জাল, মাছ চাষ এবং মাছ পরিবহণ বা বিক্রিতে নিযুক্ত বাহনগুলির জন্য বিমা সুরক্ষা।
- মাছ ধরা বন্ধ থাকার বা কম হওয়ার মরশুমে জীবিকা সহায়তা। বিশেষ করে ২০১৫ সাল থেকে বন্ধ থাকা সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্প অবিলম্বে সমস্ত মৎস্যজীবীর জন্য চালু করা।
- ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাগত সহায়তা।

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং– ২০৪৭৪/৯২ এন.এফ.এফ. অনুমোদিত

প্রধান কার্যালয় – ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা– ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স– ০৩৩-২৩২৮৩৯৮৯ ই-মেল : dmfwestbengal@gmail.com

জ। মহিলা মৎস্যকর্মীদের অধিকারঃ

- মৎস্যক্ষেত্রে সরকারের একটি লিঙ্গ নীতি থাকা উচিত এবং এই নীতি মৎস্যক্ষেত্রের কাজে ***মহিলা মৎস্যকর্মীদের*** যোগদান সংক্রান্ত লিঙ্গভিত্তিক পৃথকীকৃত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা প্রয়োজ।

- ***মহিলা মৎস্যকর্মীদের*** জন্য নির্দিষ্টভাবে মহিলা মৎস্যকর্মী প্রকল্প ও বরাদ্দ থকা প্রয়োজন যা –
  - তাদের আপেক্ষিক অবহেলা ও প্রান্তিকতা দূর করতে সাহায্য করবে।
  - আর্থিক, ব্যবসায়িক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবে।

- ***মহিলা মৎস্যকর্মীদের*** নিম্নলিখিত বিষয়ে অগ্রাধিকার থাকা প্রয়োজন –
  - মৎস্যকর্মীদের জন্য প্রণীত আবাসন প্রকল্প, জীবন ও স্বাস্থ্য বিমা, বার্ধক্য ও অক্ষমতা ভাতা, বিধবা ভাতা, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সহায়তা।
  - মৎস্যকর্মীদের জন্য প্রণীত কল্যান প্রকল্প।
  - মৎস্যকর্মীদের জন্য সমবায়, উৎপাদক গোষ্ঠী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী সংগঠিত করা ও চালানো।

- মাছ বিক্রি, মাছ শুকানো, ডিঙ্গি ভিত্তিক মাছ ধরা, কাঁকড়া ও গেঁড়ি-গুগলি সংগ্রহ ইত্যাদি যে সমস্ত মৎস্যক্ষেত্রে মহিলা মৎস্যকর্মীরা বেশি সংখ্যায় কাজ করেন সেখানে বিশেষ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ।

- মাছ বাজার, মাছের আড়ত, মাছ শুকানো ও বাছাই-এর জায়গা ইত্যাদি স্থানে মহিলা মৎস্যকর্মীদের জন্য শৌচাগার, বিশ্রামাগার, শিশু সুরক্ষা গৃহের মতো প্রাথমিক পরিষেবার ব্যবস্থা।

উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর অবিলম্বে আলোচনার ব্যবস্থা করার অনুরোধ সহ –

আপনার বিশ্বস্ত,

প্রদীপ চ্যাটার্জী
সভাপতি

মিলন দাস
সাধারণ সম্পাদক

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম